স্বপনেরে রূপ দিয়া যে গড়ে' জগৎ।
সেই হরি স্বপ্নচ্ছলে বলে ভবিষ্যৎ।।
অত্যাচারী জমিদার দুরন্ত পাবক।
ক্রমে ক্রমে সেই কথা কহিছে তারক।।

জমিদারের প্রবঞ্চনা

কৃষ্ণদাস হরিদাস, আর শ্রীবৈষ্ণব দাস,
তিন প্রভু যুবত্ব সময়।
কৈশোরেতে গৌরিদাস, আর শ্রীস্বরূপদাস,
পঞ্চদেহে এক প্রাণ প্রায়।।
প্রভুদের জমিদার, সূর্য্যমণি মজুমদার,
অষ্টমের লাটের সময়।
দুর্ভিক্ষে কষ্ট প্রজার, আদায় না হয় কর,
গোমস্তা ভাবিয়া নিরুপায়।।
সফলাডাঙ্গা কাছারি, চিন্তাকুল হ'য়ে ভারী',
কিসে রক্ষা হবে রাজ্যপাট।
কাছারিতে টাকা নাস্তি, না দিলে অষ্টম কিস্তি,
জমিদারি হ'য়ে যায় লাট।।
গোমস্তা যাইয়া শেষে, বড় কর্ত্তা কৃষ্ণদাসে,
বলিলেন অতি সকাতরে।
"আপনার জমিদার, সূর্য্যমণি মজুমদার,
এ বিপদে কেবা রক্ষা করে?
শ্রেষ্ঠ প্রজা আপনারা, দায়ে ঠেকেছি আমরা,
এ বিপদে দিলাম এই ভার"।
এই তালুক সমস্ত, যখনেতে বন্দোবস্ত,
আপনি জামিন ছিলেন তার"।।
বড় কর্ত্তা দিল সায়, "কহে কত মুদ্রা দায়,
করিব তাহার উপকার"।
"মুদ্রা ল'ব সাতশত, গোমস্তা করে শপথ,
পৌষমাসে শোধিব এ ধার"।।
গোমস্তার বাণী শুনি, গৃহ হ'তে মুদ্রা আনি,
অমনি দিলেন গোমস্তায়।
গত হ'ল পৌষমাস, দুর্ভিক্ষ হ'ল বিনাশ,
ধার শোধিবারে নাহি যায়।।
উৎপন্ন হ'ল ধান্য, ধান্যে ধরা পরিপূর্ণ,
প্রজাগণ হৈল বড় সুখী।
শেষ চৈত্রমাস শুদ্ধ, আদায় বকেয়া শুদ্ধ,
প্রজাদের কর নাহি বাকী।।
কৃষ্ণদাস বড় কর্ত্তা, গোমস্তারে কহে বার্ত্তা,
"কড়ার হইল কেন ভ্রষ্ট?
আদায় হইল কর, বাকী না রহিল আর,
ভুস্বামীর নাহি কোন কষ্ট"।।
গোমস্তা করে উত্তর, আদায় হ'য়েছে কর,
তোমাদের ধার শোধ দিতে।
রাজার হুকুম নাই, কারণ হ'য়েছে তাই,
বিশেষতঃ ভ্রম মম চিতে"।।
এতেক শুনিয়া বার্ত্তা, ক্রোধে কহে বড় কর্ত্তা,
"এ নহে সত্যের ব্যবহার।
বিশ্বাসী লোকের স্থলে, হেন রূপ নাহি চলে,
বৃথা হ'ল সত্য অঙ্গীকার।।
শুন বলি মহাশয়! নিবেদি' তোমার পায়,
কহ গিয়া জমিদার ঠাঁই।
বৈশাখে কি জ্যৈষ্ঠ মাসে, কিস্তির আদায় শেষে
তখন আমার টাকা চাই"।।
ফিরে আসিল গোঁসাই, গোমস্তা শুনিয়া তাই,
কহে গিয়ে জমিদার পাশে।
"অষ্টমের কিস্তি শেষে, আগামীতে জ্যৈষ্ঠ শেষে,
টাকা দিতে হ'বে কৃষ্ণদাসে।।
জ্যৈষ্ঠমাস গত হ'ল, আষাঢ় শ্রাবণ গেল,
অষ্টম আদায় হইল সায়।
ধার নাহি দিল শোধ, বড় কর্ত্তা হয়ে ক্রোধ,
গোমস্তার পার্শ্বে গিয়া কয়।।